বর্ধমান জেলায় ১০০ দিনের কাজে কি করা যাবে এবং কি করা যাবে না

কি করা যাবে

- ☞ ১০০ দিনের কাজে চিহ্নিত নয়টি (৯) কাজের ক্ষেত্রের উপর সমান নজর দিতে হবে।
- ☞ পুরানো জমিদারি বাঁধগুলি সনাক্তকরণ করতে হবে - সেচ দপ্তর এই বাঁধ গুলি সংস্কারের জন্য প্রয়জনীয় পরিকল্পনা (প্ল্যান-এস্টিমেট) তৈরী করবে - প্রকল্পটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বাস্তবায়িত করা হবে।
- ☞ ভারত নির্মান রাজীব গান্ধী সেবা কেন্দ্র-এর সঙ্গে পরিকল্পনা (প্ল্যান-এস্টিমেট) তৈরী করতে হবে এবং এর সঙ্গে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের(রেন্ ওয়াট্যার হারভেষ্টিং) অভিসরণ ঘটাতে হবে।
- ☞ প্রতি ছয় মাসে ১০০ দিনের কাজের রূপায়ন ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার স্বার্থে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়।
- ☞ যদি কোনো প্রকল্পের কাজ ব্লক প্রকল্প আধিকারিকের অনুমোদন ছাড়াই শুরু করা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে উক্ত আধিকারিকের অনুমোদন নিয়ে তারপরই ঐ প্রকল্পের জন্য আর্থিক অনুদানের জন্য দাবী করা যেতে পারে।
- ☞ জেলা, মহকুমা ও ব্লক স্তরের নির্দিষ্ট সরকারী প্রতিনিধিদের দ্বারা নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শন সুনিশ্চিত করতে হবে।
- ☞ প্রতি আর্থিক বছরে ১০০ দিনের কাজের আইন অনুযায়ী অন্তত দুইবার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি গ্রাম সংসদে সামাজিক নিরীক্ষা সংগঠিত করতে হবে।
- ☞ এম.আই.এসের মাধ্যমে প্রকল্প ভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণের মান সবসময় ৮০% বা তার অধিক থাকলে তবেই পরবর্তী আর্থিক অনুদান গ্রাহ্য হবে।

কি করা যাবে না

- ☞ আদেশনামা অনুসারে এম. জি. এন. আর. ই. জি. এস প্রকল্পের আওতায় কোনো পাকা রাস্তা করা যাবে না, এই সম্পর্কে আগেই সকল গ্রাম পঞ্চায়েতকে অবহিত করা হয়েছে।
- ☞ প্রয়োজন ভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েত সুপারভাইজার পরিবর্তন করে নতুন সুপারভাইজার নিতে পারবে, কিন্তু কোনো অভিযুক্ত সুপারভাইজার একেবারেই নেওয়া যাবে না।
- ☞ মাষ্টার রোলে ব্লক প্রকল্প আধিকারিকের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক, অন্যথায় সেই মাষ্টার রোল কোনোভাবেই আইনতঃ গ্রাহ্য হবে না।
- ☞ প্রকল্প স্থানে স্বত:প্রণোদিত তথ্য বোর্ড না থাকলে সেই কাজটিকে সম্পূর্ণ বলে গণ্য করা হবে না।
- ☞ কোনো জব কার্ড, জবকার্ডধারী ব্যতিরেকে অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে সংরক্ষিত থাকবে না।